বাংলাদেশের সংবিধান

- ☆ সংবিধান হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের মূল ও সবোর্চ্চ আইন। সংবিধানকে প্রথমত দুভাবে ভাগ করা যায় যথা-লিখিত সংবিধান ও অলিখিত সংবিধান। আবার সংশোধন পদ্ধতির ভিত্তিতে সংবিধানকে দুভাগে ভাগ করা যায় যথা- সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিকর্তনীয়।
- ☆ বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় ও লিখিত।
- ☆ বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান ভারতের এবং সবচেয়ে ছোট সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের।
- ☆ সংবিধান রচনার নির্দেশ দেয়া হয়- ২৩ মার্চ ১৯৭২
- ☆ সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য - সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত
- ☆ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের মূলনীতি কয়টি ওকি কি ? ৪ টি যথাঃ- (১) সর্বশক্তিমান আলাহর উপর পূর্ণ আস্থাও বিশ্বাস, (২) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, (৩) গণতন্ত্র, (৪) সামাজিক ন্যায় বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র
- ☆ বাংলাদেশের সংবিধানের ব্যাখ্যায় বাংলা ও ইংরেজী মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে ?-বাংলা।
- ☆ কোন সংশোধনী আইন বলে দ্বিতীয় তফসীল বিলুপ্ত বরা হয়েছে ? ৪র্থ সংশোধনী
- ☆ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদটি তুলে দেয়া হয়েছে - ১২ নং অনুচ্ছেদ
- ☆ সংবিধান নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্বদিয়েছে-সুপ্রীম কের্টকে।
- ☆ সংবিধান অনুযায়ী ভোটধিকার প্রয়োগ করতে পারে-জাতি,ধর্ম,বর্ণ, নির্বিশেষে ১৮ বছর উর্ধ্ব বয়স্ক সকল নাদগরিক।
- ☆ রাষ্ট্রপতি ২ মেয়াদে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্টিত হতে পারবেন।
- ☆ বাংলাদেশ ভোটাধিকার লাভের নূন্যতম বয়স-১৮ বছর।
- ☆ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন - সংবিধান
- ☆ প্রধান মন্ত্রী বাসভবন- গণভবন
- ☆ রাষ্ট্রপতির বাসভবন-বঙ্গভবন
- ☆ সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রয়োজন-কমপক্ষে ২৩১ ভোট (দুই তৃতীয়ংশের বেশি)
- ☆ বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগে দেশের জরুরী অবস্থা ঘোষনা করতে পারেন-রাষ্ট্রপতি।
- ☆ সংবিধানের কত ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রতিমন্ত্রীদের নিযুক্ত দেন ? ৫৬(২) নং ধারা।
- ☆ সংবিধানের কোন সংশোধনীর অংশ বিশেষ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা হয় ? অষ্টম সংশোধনীর অংশ বিশেষ।
- ☆ সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বধয়ক সরকারের সদস্য থাকবেন সর্বোচ্চ-১১জন।
- ☆ অধ্যাদেশ প্রণয়ন-দেশে সংসদ বর্তমান না থাকলে অথবা সংসদ বৈঠককরত না থাকলে রাষ্ট্রপতি জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাদেশ প্রণযণ করতে পারেন
- ☆ সংবিধান বর্ণিত মৌলিক অধিকার-সংবিধানের বর্ণিত মৌলিক অধিকার ১৮ টি, নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার উলেখ করা হয়েছে-আইনের দৃষ্টিতে সমতা,ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ, সরকারী নিয়োগ লাভের সুযোগে সমতা, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ, সংরক্ষণ, গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষকবচ, সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা
- ☆ সংবিধানের মূলনীতি হতে ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া হয়-১৯৭৮সালের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশ নং-৪ এর ২য় তফসীল বলে।
- ☆ বাংলাদেশের সংবিধান রচানা -কমিটি সদস্য ছিল ৩৪। ড. কামাল হোসেন এইকমিটির প্রধান। সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ছিল বেগম বাজিয়া বানু। বাংলাদেশের সংবিধান ভারতও বৃটেনের সংবিধানের আলোকে রচনা করা হয়।

www.bcsourgoal.com.bd

- ☆ খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপন করা হয় ১৯৭২সালের ১২ অক্টোবর। ৪ নভেম্বর ৭২ সালের খসড়া সংবিধান গহীহ হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।
- ☆ বাংলাদেশের সংবিধান দুটি ভাষায় (বাংলা ও ইংরেজি) রচিত। ১১ ভাগে বিভক্ত সংবিধানের মোট ১৫টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।
- ☆ বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য হতে হলে কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। রাষ্ট্রপতি হতে হলে কমপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক হতে কবে।
- ☆ রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে চাইলে স্পীকারের নিকট করবেন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে চাইলে রাষ্ট্রপতির কাছে করবেন।
- ☆ জাতীয় সংসদের সভাপতি হচ্ছেন স্পীকার।
- ☆ বাংলাদেশের সংসদ অধিবেশন আহবান করেন রাষ্ট্রপতি।
- ☆ সংসদীয় পদ্ধিতিতে রাষ্ট্রপতিই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধীকারী। রাষ্ট্রপতির উপর আদালতের কোন এখাতিয়ার নেই।
- ☆ সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম গৃহীত হয় ১৯৭৮ সালে ২২ এপ্রিল।
- ☆ গণ পরিষদের প্রথম স্পীকার শাহ আব্দুল হামিদ এবং প্রথম ডেপুটি স্পীকার মোহাম্মদ উল্লাহ।
- ☆ সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং ৮,৪৮,৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদের সংশোধনের জন্য হণভোটের প্রয়োজন হয়।
- ☆ অ্যাটর্নি জেনারেল, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, নির্বাচন কসিশন মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম কমিশন মহাহিসাব নিরীক্ষক, সরকারি কর্ম কসিশন এগুলো হচ্ছে সাংবিধানিক সংস্থা।

সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ

বিষয়	অনুচ্ছেদ নং
রাষ্ট্র ধর্ম	২ (ক)
রাষ্ট্র ভাষা	৩
জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ	১০
গণতন্ত্র ও মানবাধিকার	১১
অবৈনিক ও বাধ্যতা মূলক শিক্ষ	১৭
সুযোগের সমতা	১৯
নির্বহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ	২২
তত্ত্বধয়ক সরকার	৫৮(ক-ঙ)
আইনের দৃষ্টিতে সমতা	২৭
৭ফ্লোর ক্রসিং	৭০
ন্যায়পাল	৭৭
নির্বাচন কমিশনার	১১৮
সকারী কর্মকমিশন	১৩৭
জরুরী অবস্থা	১৪১ (ক)
প্রাজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা	২
জতীয় সংগীত, পতাকা ও প্রতীক	৪

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

মূলনীতি	৮
স্থানীয় সরকার	৫৯
প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল	১১৭
মহাহিসাব নিরীক্ষক	১২৭
যুদ্ধপরাধী, গণহত্যা	৪৭(৩)
ইম্পিচামেন্ট	৫২
চলাফেরার স্বাধীনতা	৩৬
সমাবেশশির স্বদীনতা	৩৭
সংগঠনের স্বাধীনতা	৩৮
বাক ও সংবাদ	৩৯

সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী সমূহ

সংশোধনী	বিষয় বস্তু	তরিখ
১ম	যুদ্ধপরাধীদের বিচার সংক্রামত্ম	১৫/০৭/১৯৭৩
২য়	জরুরী অবস্থা ঘোষণা	২০/০৭/১৯৭৩
৩য়	ভারতকে বেরুবাড়ীহসত্মমত্মর	২৩/১১/১৯৭৩
৪র্থ	রাষ্ট্রপতির শাসন চালু ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কয়েম।	২৫/০১/১৯৭৫
৫ম	চার মূলনীতির পরিবর্তন এবং ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান থেকে পরিবর্তী সমরিক শাসনের কার্যকলাপের বৈধতা দান	০৫/০৪/১৯৭৯
৮ম	রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলামকে স্বৃকৃতি দান	০৭/০৬/১৯৮৮
১২তম	সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন	০৬/০৮/১৯৯১
১৩তম	তত্ত্বধায়ক সরকার প্রবর্তন	২৭/০৩/১৯৯৬
১৪	সংসদে নারী আসন বৃদ্ধি,প্রধান বিচার পতির অবসর বয়স, পিএসসির চেয়ারম্যানের অবসর বয়স বৃদ্ধি, প্রধান হিসাব নিরীক্ষকের অবসর বয়স বৃদ্ধি,নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ, বিভিন্ন অফিসে প্রধান মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ছবি প্রদর্শন।	১৬/০৫/২০০৪

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

সংবিধান অনুযায়ী কে কাকে শপথ পাঠ করাবেন

যাকে পাঠ করান	যিনি পাঠ করান
রাষ্ট্রপতি	প্রধানমন্ত্রী
প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্যমন্ত্রী	রাষ্ট্র পতি
স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার	রাষ্ট্রপতি
সংসদ সদস্য	স্পিকার
প্রধান বিচারপতি	রাষ্ট্রপতি
অন্যান্য	প্রধান বিচার পতি
নির্বাচন	প্রধান বিচারপতি
সহাহিসাব নিরীক্ষক	প্রধান বিচারপতি
পি এস সি চেয়ারম্যান ও সদস্য	প্রধান বিচারপতি

সংবিধান অনুযায়ী কার বয়সসীমা কত

পদ	সর্বনিম্ন বয়স	সর্বোচ্চ বয়স
প্রেসিডেন্ট	৩৫	
প্রধানমন্ত্রী	২৫	
সংসদ সদস্য	২৫	
এ্যাটর্নী জেনারেল		প্রেসিডেন্টের সমেত্মাষ অনুযায়ী
প্রধান বিচার পতি		৬৭
মহা হিসাব নিরীক্ষক		৬৫বছর বা কার্যভার গ্রহণ থেকে ৫ বছর। যেটি আগে ঘটে
প্রধান নির্বাচন কমিশনার		৬৫বছর বা কার্যভার গ্রহণ থেকে ৫ বছর। যেটি আগে ঘটে
পিএস সি চেয়ারম্যান/ সদস্য		৬৫বছর বা কার্যভার গ্রহণ থেকে ৫ বছর। যেটি আগে ঘটে
ন্যায়পাল		কার্যভার গ্রহণ থেকে ৪ বছর

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd

সংবিধান – মনে রাখার কিছু উপায় ও শর্টকাট টেকনিক

☆ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আপনার করনীয়ঃ

১। প্রথমেই সংবিধান প্রনয়ন সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য মনে রাখুন যেমন-কবে সংবিধান প্রনয়ন কমিটি গঠন করা হয়, কতজন সদস্য ছিলেন, একমাত্র মহিলা সদস্যের নাম, তখনকার আইনমন্ত্রী এবং সংবিধান প্রনয়ন কমিটির সভাপতি, কতটি মীটিং করেছিলেন তারা, কতদিন লেগেছিল সংবিধান প্রনয়ন করতে, কবে এটি কার্যকর হয়, কে এতে সাক্ষর করেন নি ইত্যাদি। এই তথ্য গুলো আপনি রচনামূলক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহার করতে পারবেন।

২। এরপর জেনে নিন সংবিধানের ভাগ গুলো এবং এই ভাগের মধ্যকার অনুচ্ছেদ গুলো। যেমন-
প্রথম ভাগ- প্রজাতন্ত্র (অনুচ্ছেদ- ১ থেকে ৭)
দ্বিতীয় ভাগ- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (অনুচ্ছেদ- ৮ থেকে ২৫)

এইভাবে আপনি ১১টি ভাগের অনুচ্ছেদগুলো মনে রাখুন। এই তথ্য গুলো আপনাকে অনেক সাহায্য করবে। কোন কারনে যদি ভুলে যান, সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ এ কি আছে তখন কমপক্ষে ধারনা করতে পারবেন কোন ভাগে এটি পড়েছে।

৩। এরপর প্রত্যেক অনুচ্ছেদ এর শিরোনাম গুলো মুখস্ত করুন।

৪। এরপর অনুচ্ছেদ গুলো ভালভাবে পড়ুন। বার বার পড়ুন। কোন বন্ধুর সাথে আলাপ করুন "বলতো আইনের দৃষ্টিতে সমতা এটি কোন অনুচ্ছেদ এ আছে?" প্রথম বার না পারলেও সমস্যা নেই। আস্তে আস্তে দেখবেন আপনি ঠিকই বলতে পারছেন।

৫। নিজে নিজে একাকী মনে করার চেষ্টা করুন কোন অনুচ্ছেদ এ কি আছে। ভুলে গেলে ভাববেন না সব শেষ। বরং চিন্তা করবেন আরো ভালো ভাবে পড়তে হবে!! সব সময় হাতের কাছে পকেট এডিশনের সংবিধান সাথে রাখুন। গল্পের বই (!!!!!!) মনে করে পড়ুন।।

কী পড়তে হবে- এই বিষয়ে অনেক কিছু বললাম। এই বার আসি মূল আলোচনায়।

আমি হুবহু মুখস্ত করার জন্য প্রথমেই বলব প্রস্তাবনাটাকে। কারন এই প্রস্তাবনা অনেক বার সংশোধিত হয়েছে। আবার, সংবিধান নিয়ে প্রশ্ন আসলে চেষ্টা করবেন ভূমিকা হিসেবে কোটেশন আকারে এটি ব্যবহার করতে। যেহেতু মুখস্ত করেছেন সেহেতু কোটেশন হিসেবে দেয়ার সময় অবশ্যই নীল রঙের কালি ব্যবহার করবেন। পরীক্ষক কে বুঝান যে সংবিধান টা আপনি পড়েছেন বেশ ভালো (!!!) করে।

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

☆ তো চলুন মুখস্ত করে ফেলি-

"আমরা, বাংলাদেশের জনগন, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষনা করিয়া জাতীয় মুক্তির (স্বাধীনতা) জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের (যুদ্ধের) মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি"
[আগ্রহী পাঠকগন হয়ত খেয়াল করবেন আমি বন্ধনীর মধ্যে ২টি শব্দ ব্যবহার করেছি। কারন সংবিধান সংশোধন করে এই শব্দ গুলো একবার যোগ হয়েছে ও একবার প্রতিস্থাপিত হয়েছে]

☆ আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগনকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের (স্বাধীনতার) জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রানোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।
[আমার কাছে এই মুহূর্তে ১৫তম সংশোধনীর পরের সংবিধান টা নাই বলে আগ্রহী পাঠকরা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে এটা ঠিক করে নিবেন। এই রকম হবার কথা- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা-সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।]

সংবিধানের ১১টি ভাগ মনে রাখার উপায়ঃ

☆ প্র রা মৌ নি আ বি নি ম বাং জ সং বি

আসুন, মিলিয়ে নেই-

১। প্র- প্রজাতন্ত্র
২। রা-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
৩। মৌ- মৌলিক অধিকার
৪। নি- নির্বাহী বিভাগ
৫। আ- আইন সভা
৬। বি- বিচার বিভাগ
৭। নি- নির্বাচন
৮। ম- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
৯। বাং- বাংলাদেশের কর্মবিভাগ
৯ক। জ- জরুরী বিধানাবলী
১০। সং-সংবিধান সংশোধন
১১। বি- বিবিধ

চলুন, এইবার আলাদা ভাবে অনুচ্ছেদ গুলোর দিকে দৃষ্টি দেই।

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

☆ অনুচ্ছেদ ১-১২

অনুচ্ছেদ ১-১২ মোটামুটি এমনি মনে থাকে। এই অনুচ্ছেদ গুলোর মধ্যে গুরুত্তপূর্ন অনুচ্ছেদ গুলো হল-

২- প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা

২ক- রাষ্ট্রধর্ম (মনে রাখবেন কোন সংশোধনীর মাধ্যমে এটি হয়েছে)

৪ক- প্রতিকৃতি (১৫ তম সংশোধনীতে পরিবর্তন হয়েছে এখানে)

৬- নাগরিকত্ব

৭- সংবিধানের প্রাধান্য

৮- মূলনীতিসমূহ (সংবিধান সংশোধন হয়েছে এইখানে)

৯- স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন (সংবিধান সংশোধন হয়েছে এইখানে)

১০- জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহন

১১- গনতন্ত্র

১২- ধর্মনিরপেক্ষতা (সংবিধান সংশোধন হয়েছে এইখানে)

☆ অনুচ্ছেদ ১৩-২৫

অনুচ্ছেদ ১৩ থেকে অনুচ্ছেদ ২৫ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ মালি কৃষককে মৌ গ্রামে নিয়ে গিয়ে অবৈতনিক জনস্বাস্থ্যের জন্য সুযোগের সমতা সৃষ্টি করে। এতে অধিকার ও কর্তব্য রূপে নাগরিকরা নির্বাহী বিভাগ থেকে জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় স্মৃতি নিদর্শনের জন্য আন্তর্জাতিক শান্তির অংশীদার হলেন।

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-

১৩-মালি- মালিকানার নীতি

১৪-কৃষক- কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি

১৫- মৌ- মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা

১৬- গ্রাম- গ্রামীন উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব

১৭- অবৈতনিক- অবৈতনিক ও বাধ্যতা মূলক শিক্ষা

১৮। জনস্বাস্থ্য- জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা

১৯। সুযোগের সমতা- সুযোগের সমতা

২০- অধিকার ও কর্তব্য রূপে- অধিকার ও কর্তব্য রূপে কর্ম

২১- নাগরিক- নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য

২২- নির্বাহী বিভাগ থেকে- নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরন

২৩- জাতীয় সংস্কৃতি- জাতীয় সংস্কৃতি

২৪- জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন -জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন প্রভৃতি

২৫-আন্তর্জাতিক শান্তি- আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

এইখানে একটি কথা বলতেই হবে। যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি গুলো সংবিধানের আলোকে আলোচনা করুন অনেকেই শুধু অনুচ্ছেদ-৮ এর "মূলনীতি সমূহ" দিয়ে আসে। মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় ভাগে বর্নিত অনুচ্ছেদ- ৮ থেকে

www.bcsourgoal.com.bd
tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd

অনুচ্ছেদ-২৫ সব –ই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। অনুচ্ছেদ ৮ এ বর্নিত “মূলনীতি সমূহ” আসলে সংবিধানের মূলনীতি যা প্রস্তাবনায় বলা আছে। আরেকটি কথা এখানে বলব ঝেহেতু এই প্রশ্নটির উত্তর অনেক বড় হবে সেহেতু, আপনি অনুচ্ছেদ ৮ এ বর্নিত মূলনীতি সমূহ একটু বেশী আলোচনা করে অন্য অনুচ্ছেদ গুলো শুধু নাম লিখে ১ /২ লাইনের মধ্যে লেখা শেষ করবেন। সময়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। একটি ভালো পারেন দেখে শুধু সেই প্রশ্নের উত্তর অনেক বড় করে দিবেন, সেটা করলে দেখবেন আপনি সব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছেন না। আর যাদের হাতের লেখা একটু স্লো, তাদের তো এটা আরো ভাল করে মনে রাখতে হবে।

☆ অনুচ্ছেদ- ২৬ থেকে ৩১

অনুচ্ছেদ ২৬ থেকে অনুচ্ছেদ ৩১ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ মৌলিক অধিকার আইনের দৃষ্টিতে ধর্ম , সরকারী নিয়োগ ও বিদেশী খেতাব গ্রহনে সকলের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার রয়েছে

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-
২৬-মৌলিক অধিকার- মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল
২৭-আইনের দৃষ্টিতে - আইনের দৃষ্টিতে সমতা
২৮- ধর্ম- ধর্ম প্রভৃতি কারনে বৈষম্য
২৯- সরকারী নিয়োগ- সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা
৩০- বিদেশী খেতাব গ্রহনে- বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহন নিষিদ্ধকরন
৩১। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার - আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার

☆ অনুচ্ছেদ- ৩২ থেকে ৩৫

অনুচ্ছেদ ৩২ থেকে অনুচ্ছেদ ৩৫ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ জীবনে ১বার গ্রেপ্তার হলে জবরদস্তি বিচার হয়

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-
৩২-জীবনে- জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ
৩৩-গ্রেপ্তার – গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ
৩৪- জবরদস্তি- জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরন
৩৫- বিচার- বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ
৩০- বিদেশী খেতাব গ্রহনে- বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহন নিষিদ্ধকরন
৩১। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার - আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

☆ অনুচ্ছেদ- ৩৬ থেকে ৩৯

অনুচ্ছেদ ৩৬ থেকে অনুচ্ছেদ ৩৯ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ চসমা সংবা(দ)ক

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-
৩৬-চ-চলাফেরার স্বাধীনতা
৩৭-সমা – সমাবেশের স্বাধীনতা
৩৮- সং- সংগঠনের স্বাদহীনটা
৩৯- বাদ(ক)- চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা

☆ অনুচ্ছেদ- ৪০ থেকে ৪৩

অনুচ্ছেদ ৪০ থেকে অনুচ্ছেদ ৪৩ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ পেধসগৃ

চলুন দেখি ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-
৪০-পে-পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা
৪১-ধ – ধর্মীয় স্বাধীনতা
৪২- স- সম্পত্তির অধিকার
৪৩- গৃ- গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ

☆ অনুচ্ছেদ- ৪৮ থেকে ৫৪

অনুচ্ছেদ ৪৮ থেকে অনুচ্ছেদ ৫৪ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ রাষ্ট্রপতি তার ক্ষমার মেয়াদে দায়মুক্তি পেতে অভিসংশন ও অপসারনের ক্ষমতা স্পীকার কে দিলেন।

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-
৪৮-রাষ্ট্রপতি -রাষ্ট্রপতি
৪৯-ক্ষমার –ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার
৫০- মেয়াদে- রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ
৫১- দায়মুক্তি- রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি
৫২-অভিসংশন –রাষ্ট্রপতির অভিসংশন
৫৩-অপসারনের – অসামর্থ্যের কারনে রাষ্ট্রপতির অপসারন
৫৪- স্পীকার- অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পীকার

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

☆ অনুচ্ছেদ- ৫৫ থেকে ৫৮

অনুচ্ছেদ ৫৫ থেকে অনুচ্ছেদ ৫৮ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ ঠিক করেন।

চলুন দেখি ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-

৫৫-মন্ত্রিসভায়- মন্ত্রিসভা
৫৬-মন্ত্রিগণ- মন্ত্রিগণ
৫৭- প্রধানমন্ত্রী- প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ
৫৮-অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ- অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ

☆ অনুচ্ছেদ- ৬৫ থেকে ৭৯

অনুচ্ছেদ ৬৫ থেকে অনুচ্ছেদ ৭৯ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ সংসদ সদস্যগন শুন্য পারিশ্রমিকে অর্থদন্ড ও পদত্যাগের কারনে দ্বৈত অধিবেশেনে ভাষনের অধিকার স্পীকার কে দিলেন। কিন্তু কোরাম না থাকায় স্থায়ী কমিটি ন্যায়পাল নিয়োগে বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি পেতে সচিবালয় গঠন করেন।

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-
৬৫-সংসদ –সংসদ প্রতিষ্ঠা
৬৬-সদস্যগন –সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
৬৭- শুন্য- সদস্যদের আসন শুন্য হওয়া
৬৮- পারিশ্রমিকে- সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি
৬৯-অর্থদন্ড– শপথ গ্রহনের পূর্বে আসন গ্রহন বা ভোট দান করিলে সদস্যের অর্থদন্ড
৭০-পদত্যাগের কারনে – পদত্যাগ ইত্যাদি কারনে আসন শূন্য হওয়া
৭১- দ্বৈত- দ্বৈত সদস্যতায় বাঁধা
৭২-অধিবেশেনে –সংসদের অধিবেশেন
৭৩-ভাষনের –সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী
৭৩ক-অধিকার- সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার
৭৪- স্পীকার- স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার
৭৫-কোরাম– কার্যপ্রনালী বিধি, কোরাম প্রভৃতি
৭৬-স্থায়ী কমিটি – সংসদের স্থায়ী কমিটি সমূহ
৭৭- ন্যায়পাল- ন্যায়পাল
৭৮-সচিবালয়- সচিবালয়

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

এতক্ষন ধরে পড়ার পর যারা চিন্তা করছেন এই কবিতাই তো মনে থাকবে না, তাদের জন্য বলছি আর কোন কবিতা বা ছন্দ আমি তৈরি করি নি!!! কিন্তু তারপরেও আমি বলব, আরো বেশ কিছু অনুচ্ছেদ আপনাদের নিজেদের প্রয়োজনে পড়তেই হবে। সেগুলো হলঃ

☆ অনুচ্ছেদ-৪৬- দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা
☆ অনুচ্ছেদ-৬৩- যুদ্ধ
☆ অনুচ্ছেদ- ৬৪- অ্যাটনী জেনারেল
☆ অনুচ্ছেদ- ৮১- টীকা হিসেবে অনেকবার এসেছে, টীকা হিসেবে তাই খুব ই গুরুত্বপূর্ণ
☆ অনুচ্ছেদ-৮৩-অধ্যাদেশ প্রনয়নের ক্ষমতা
☆ অনুচ্ছেদ- ১১৭-প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল
☆ অনুচ্ছেদ- ১২২-ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা
☆ অনুচ্ছেদ-১৪১ ক, খ, গ- জরুরী অবস্থা
☆ অনুচ্ছেদ- ১৪২-সংবিধান সংশোধন
☆ ১৪৫ক- আন্তর্জাতিক চুক্তি
☆ ১৪৮- পদের শপথ

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

জাতীয় সংসদ

- ☆ বাংলাশের পার্লামেন্টর নাম জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংদদের প্রতীক শাপলা ফুল।
- ☆ জাতীয় সংসদে বর্তমানে ৩৫০ টি আসন রয়েছে।
- ☆ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রথম স্পীকার মোহাম্মদ উলাহ।
- ☆ সংসদে কাস্টিং ভোট-কোন বিষয়ে সংসদে ভোটাভুটির ক্ষেত্রে পক্ষেএবং বিপক্ষে সমান হলে স্পীকার এর ভোটের মাধ্যমে সমাধা করা হয়, এক্ষেত্রে এর স্পীকার ভেটকে কাস্টিং ভোট বলে।
- ☆ সংসদ সদস্যের বাইরে থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করা যায়-অনধিক এক দশমাংশ।
- ☆ সংসদ সদস্যদের সম্মতি ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না।
- ☆ সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে সর্বাধিক সময় - ৬০ দিন
- ☆ রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করার ১৫ দিনের মধ্যে তিনি সম্মতি দিবেন।
- ☆ সরকারী কর্মকশিশনের রিপোর্ট প্রতি মার্চ মাসের ১ম দিবস এক বছরের কার্যবিবরণী রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হয়।
- ☆ সংসদ অধিবেশনের কোরাম -৬০ জনে।
- ☆ গণপরিষদের ১ম অধিবেশনের সভাপতি - আব্দুল রশীদ তর্কবাগীশ
- ☆ গণ পরিষদের ১ম অধিবেশনের স্পীকার -শাহ আব্দুল হামিদ
- ☆ স্বাদীন বাংলাদেশে গণপরিষদের ১ম বৈঠক -১০ এপ্রিল ১৯৭২
- ☆ পুরাতন জাতীয় সংসদ ভবন-বর্তমানে প্রধান মন্ত্রীর কার্যলয়।
- ☆ অনুপস্থিতি প্রভৃতি কালে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন - স্পীকার।
- ☆ সংসদে হুইপের কাজ - শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
- ☆ জাতীয় সংসদে বেরসরকারী দিবস-বৃহস্পতিবার।
- ☆ জাতীয় সংসদে প্রধান মন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিবস - মঙ্গলবার।
- ☆ সংসদ সদস্যদের প্রশিক্ষণদেওয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে-UNDP.
- ☆ জাতীয় সংসদে ১ম স্পীকারের দায়িত্ব পালনকারী মহিলা-ব্যারিস্টার রাবেয়া ভুঁঞা।
- ☆ জাতীয় সংসদের ইংরেজী নাম-House of the nation.
- ☆ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ১নং আসন পঞ্চগড় এবং ৩০০ নং আসন বান্দরবান।
- ☆ সংসদ হুইপের কাজ হচ্ছে-সংসদের মাঝে শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
- ☆ বাংলাদেশের জতীয় সংসদ এ পর্যমত্ম দুজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান ভাষণদেন। তারা হলেন সাবেক যুগোশাভ প্রেসিডেন্ট মার্শাল যোশেফ টিটো এবং ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভি.ভি গিরি।

জাতীয় সংসদ ভবন

- ☆ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন ঢাকার শেরে বাংলা নগরে ২১৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত।
- ☆ এটির স্থাপতি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক লুই আইকান।
- ☆ নির্মান কাজ শুরু১৯৬৪-৬৫অর্থ বছরে।
- ☆ উদ্বোধন হয়-২৮জানুয়ারী ১৯৮২ সাল (প্রেসিডেন্ট আব্দুস সাত্তার) সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকার প্রধান-প্রধানমন্ত্রী।
- ☆ সংসদের ফ্লোর ক্রাসিং-অন্য দলে যোগদান কিংবা নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেয়।
- ☆ কোন সংসদের মেয়াদকাল সবচেয়ে কম? ৬ষ্ঠ সংসদ (মাত্র ১ মাস ১৩ দিন)

www.bcsourgoal.com.bd

- ১ম জাতীয় সংসদে আসন ছিল-৩০০+১৫ (মহিলা)=৩১৫ সবচেয়ে বেশি সময়ে স্থয়ীত্বকাল ছিল-৭ম সংসদ।
- ৯ তালা বিশিষ্ট সংসদ ভবনের উচ্চতা ১৫৫ফুট ৮ ইঞ্চি
- জাতীয় সংসদ ভবন ১৯৮২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার উদ্বোধন করেন।
- ১৯৬২ সালে জাতীয় সংসদ ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন - আইয়ুব খান।
- সংসদ ভবনের পাশে ক্রিসেন্ট লেক অবস্থিত।

জাতীয় বিষয়াবলী

জাতীয় কাবি	কাজী নজরুল ইসলাম
জাতীয় পশু	রয়েল বেঙ্গল টাইগার
জাতীয় ফুল	শাপলা
জাতীয় পাখি	দোয়েল
জাতীয় ফল	কাঁঠাল
জাতীয় মাছ	ইলিশ
জাতীয় উদ্যান	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
জাতীয় বন	সুন্দর বন
জাতীয় মসজিদ	বাইতুল মোকাররম
জাতীয় খেলা	হা-ডু-ডু
জাতীয় বিমান বন্দর	শাহজালাল আমত্মর্জাতিক বিমান বন্দর
জতীয় গ্রন্থগার	বেগম সুফিয়া কামাল
জাতীয় ঈদগাহ	হইকোর্ট সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠ
জাতীয় ভাষা	বাংলা
জাতীয় সঙ্গীত	আমার সোনার বাংলা (প্রথম ১০ লাইন), রচিতা জাতীয় ও সুরকার নবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জাতীয় রণ সঙ্গীত	চল্ চল্ চল্ (২১চরণ), রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম
জাতীয় ক্রীড়া সংগীত	‘বাংলাদেশের দূরমত্ম সমত্মান আমরা দুর্দম দর্জয়’ এর ১০ লাইন,
জাতীয় পতাকা	সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত
জাতীয় পার্ক	ঢাকার শিশু পার্ক
জাতীয় উৎসব	২৬ মার্চ
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সম্মিলিত প্রয়াস, সাভার, ঢাকা।
জাতীয় স্টেডিয়াম	বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম ঢাকা।
জাতীয় অধ্যাপক (নিয়োগ প্রাপ্ত, ১ ফেব্রেয়ারী ২০০৬)	ব্রিগেডিয়ার অধ্যপক আব্দুল মালিক (অবঃ) এ কে এম নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক এ কে এম আমিনুল হক এবং ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান।

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

জাতীয় দিবস সমূহ

দিবসের নাম	তারিখ
স্বধীনতা দিবস/জাতীয় দিবস	২৬ মার্চ
শহীদ দিবস (আমত্মর্জাতিক মাতৃভাষা)	২১ ফেব্রুয়ারী
জাতীয় পতাকা দিবস	২ মার্চ
সশস্ত্র বাহিনী দিবস	২১ নভেম্বর
শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস	১৪ ডিসেম্বর
বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর
জনসংখ্যা দিবস	২ ফেব্রুয়ারী
শহীদ দিবস	২১ ফেব্রুয়ারী
মুজিব নগর দিবস	১৭ এপ্রিল
জাতীয় নগর দিবস	১ নভেম্বর
জাতীয় সংহতি ও বিপপ দিবস	৭ নভেম্বর
জাতীয় যুব দিবস	১ ডিসেম্বর
জাতীয় টিকা দিবস	৭ ডিসেম্বর

বাংলাদেশের পলিত অন্যান্য দিবস

শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস	১০ জানুয়ারী
শহীদ আসাদ দিবস	২০ জানুয়ারী
গণঅভ্যুত্থান দিবস	২৪ জানুয়ারী
আগরতলা ষড়ন্ত্র মামলা প্রত্যাহার দিবস	২২ ফেব্রুয়ারী
ডায়েবেটিক দিবস	২৮ ফ্রেব্রুয়ারী
রাষ্ট্রভাষা দিবস	১৫ মার্চ
ছয়দফা দিবস	২৩ মার্চ
কলোরাত্রি দিবস	২৫ মার্চ
ফারাক্কা দিবস	১৬ মে
নৃত্য দিবস	২৯ এপ্রিল
নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস	২ মে
রাষ্ট্রপতি জিয়ার শাহাদাৎ দিবস	৩০ মে
পলাশী দিবস	২৩ জুন
ইসলামী শিক্ষা দিবস	১৫ আগষ্ট
নারী নির্যাতন দিবস	২৪ আগষ্ট
মীনা দিবস	২৪ সেপ্টেম্বর
কন্যা শিশু দিবস	৩০ সেপ্টেম্বর

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস	১৫ অক্টোবর
জেলহত্যা দিবস	৩ নভেম্বর
বঙ্গভঙ্গ দিবস	১৬ নভেম্বর
সংবিধান দিবস	৪ নভেম্বর
শহীদ নূর হোসেন দিবস	১০ নভেম্বর
বাংলা একাডেমী দিবস	৩ ডিসেম্বর
স্বৈরাচার পতন দিবস	৬ ডিসেম্বর
বেগম রোকেয়া দিবস	৯ ডিসেম্বর

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

১. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার হচ্ছেন-প্রেসিডেন্ট।

২. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর - ঢাকা কুর্মিটোলায়।

৩. বাংলাদেশের নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠিত হয়-২১নভেম্বর ১৯৭২

৪. বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক - প্রেসিডেন্ট

৫. মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন - জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী

৬. বাংলাদেশ রাইফেল(BGB) এর প্রধানের পদবী-মহাপরিচালক

৭. বাংলাদেশের রাইফেল(BGB) এর সদর দপ্তর - ঢাকার পিলখানায়

৮. বাংলাদেশের একমাত্র অস্ত্র তৈরীর কারখানা-গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর

৯. সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর অবস্থিত-ঢাকার কুর্মিটোলায়

১০. বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী অবস্থিত-চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে

১১. সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালিত হয় - ২১ নভেম্বর

১২. বিমান বাহিনীর ট্রেনিং একাডেমী অবস্থিত-যশোর এয়ারপোর্ট এলাকায়

১৩. নেভাল একাডেমী অবস্থিত-চট্টগ্রামের জলদিয়ায়

১৪. বাংলার যে বীর মোঘল সেনাপতিকে প্রতিহত করেন-ঈশা খাঁ

১৫. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতীক - রণতরী

১৬. সোর্ড অব অনার - সেনাবাহিনীর ক্যাডেটদের সর্বোচ্চ সম্মান

১৭. বাংলাদেশে মোট ক্যান্টনমেন্ট আছে - ১৬ টি

১৮. সেনাবাহিনীর প্রধানের পদবী-জেনারেল

১৯. সেনাবাহিনীর প্রধান - জেনারেল ইকবাল করিম

২০. বিমান বাহিনী প্রধান - এস, এম, জিয়াউর রহমান

২১. নৌবাহিনীর প্রধান - ভাইস এডমিরাল জাহীর উদ্দিন অহমেদ।

২২. স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত দলকে বলে - টাস্কফোর্স।

২৩. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতীক হচ্ছে- রণতরী।

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

২৪. বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রতীক - জাঙ্গী বিমান।

২৫. সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম বিভাগকে বলা হয় - অর্ডন্যান্স বিভাগ।

২৬. বাংলাদেশ সমরিক জাদুঘর অবস্থিত - ঢাকা সেনানিবাস।

২৭. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পূর্ব নাম হচ্ছে - ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

পুলিশ বাহিনী

১. পুলিশ শব্দটি এসেছে-পুর্তুগীজ ভাষা থেকে।

২. POLICE শব্দটির পূর্ণরুপ-Polite Obedient, Loysl, Intelligent, Courageous

৩. বাংলাদেশ পুলিশের মূলনিতি-শান্ত-শৃক্সখলা-নিরাপত্তা-প্রগতি।

৪. বাংলাদেশ পুলিশের মনোগ্রাম বা প্রতীক-দুই পার্শ্বে ধানের শীষ বেষ্টিত, উপরে শাপলা এবং নৌকা।

৫. বাংলাদেশের পুলিশ প্রধানের নাম-নূর মোহাম্মদ

৬. বাংলাদেশের পুলিশ প্রধানের পদবী -Inspector General of Police = IGP

৭. পুলিশ কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন ? -স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৮. পুলিশ সদর দপ্তর অবস্থিত-ঢাকায়

৯. ভারতীয় উপমহাদেশে কখন এবং কার সসয়ে পুলিশ সার্ভিস চালু হয় - ১৮৬১ সালে লর্ড ক্যানিং এর সময়

১০. বাংলাদেশের একমাত্র পুলিশ একাডেমি-রাজশাহীর চারঘাট থানার সারদায় অবস্থিত। এটি লর্ড হার্ডিঞ্জ এর সময় ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্থাপত্য শিল্প

১. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ- মেহেরপুরে: তানভীর কবির

২. শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধ- মিরপুর ঢাকা: মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি

৩. দোয়েল চত্বর- তিন নেতার মাজার এলাকা, ঢাঃ বিঃ আজিজুল জলিল পাশা

৪. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার- ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন; হামিদুর রহমান

৫. তিন নেতার মাজার- বাংলা একাডেমীর বিপরীতে; মাসুদ আহমেদ

৬.স্বোপার্জিত স্বাধীনতা- টি,এস,সি, সড়কদ্বীপ; শামীম শিকদার

৭. টি এস সি- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; কনসট্যানটাইন ডক্সাইড

৮. জাতীয় যাদুঘর- শাহবাগ; মোস্তফা কামাল পাশা

৯. রাজু স্মৃতি ভাস্কর্য- টি,এস,সি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; শ্যামল চৌধুরী

১০. জাতীয় সংসদ ভবন- শেরে বাংলা নগর; লুই আই কান

১১. শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর- কুর্মিটোলা, ঢাকা: লারোস

১২. কমলাপুর রেলস্টেশন- কমলাপুর; বব বুই

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

১৩. চারুকলা ইনস্টিটিউড- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মাজাহারুল ইসলাম

১৪. প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়- ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়; খায়রুল ইসলাম

১৫. মিশুক- শাহবাগ;হামিদুজ্জামান

১৬. বায়তুল মোকাররম- গুলিস্থান, ঢাকা, আবুল হোসেন মোহাম্মাদ থারিয়ানি।

১৭. বলাকা- মতিঝিল, ঢাকা, মৃণাল হক

১৮. শিশু পার্ক- শাহবাগ; সামছুল ওয়ারেস

১৯. রাজারবাগ স্মৃতিসৌধ- রাজারবাগ, ঢাকা: মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি

২০. দুরŠ—- শিশু একাডেমী; সুলতানুল ইসলাম

২১. সার্ক ফোয়ারা- সোনার গাঁও হোটেল, কাওরান বাজার, ঢাকা; নিতুন কুন্ডু

২২.বিজয় ফোয়ারা- তেজগাঁও, ঢাকা; আব্দুর রাজ্জাক

২৩. বোটিনিক্যাল গার্ডেন- মিরপুর' শামসুল ওয়ারেস

২৪. ওসমানী মেমোরিয়াল হল- আব্দুল গণি রোড' শাহ্ আলম জহির"দ্দিন

২৫. মা ও শিশু- মুজিব হল, ঢাঃ বিঃ, নভেরা আহমেদ

২৬. অমর একুশে/ভাষা অমরতা- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; জাহানারা পারভীন

২৭. মুক্ত বাংলা- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; রশিদ আহমেদ

২৮- সংগ্রাম- সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ; জয়নুল আবেদীন

২৯. স্বাধীনতার সংগ্রাম- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শামীম শিকদার

৩০. জাগ্রত চৌরঙ্গী- জয়দেবপুর চৌরাস্তা: আব্দুর রাজ্জাক

৩১. সাবাশ বাংলাদেশ- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; নিতুন কুন্ডু

৩২. সপ্তশপ্তক- জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়; হামিদুজ্জামান খান

৩৩. শাপলা- মতিঝিল; আজিজুল হক পাশা

৩৪. স্মৃতি অম্লান- রাজশাহীর বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর সড়কে, রাজিউদ্দীন আহমেদ

৩৫. ভাসানী নভোথিয়েটার- বিজয়স্মরনী, ঢাকা।

৩৬. চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র- শেরে বাংলা নগর ঢাকা; বেইজিং ইনস্টিউডের অব আর্কিটেকচারাল ডিজাইন অ্যান্ড রিসার্চ অব চায়না।

৩৭. স্বাধীনতা স্তম্ভ- সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা; মেরিনা কাবাস্সুম ও কাশেম মাহুবুব চৌধুরী

৩৮. স্মৃতির মিনার- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, হামিদুজ্জামান খান

৩৯. স্মৃতি সৌধ অনিবার্ণ- কুমিল্লা সেনানিবাস

৪০. রুই-কাতলা- ফার্মগেট. হামিদুজ্জামান

৪১. রাজসিক বিহার- হোটেল শেরাটন; মৃণাল হক

৪২. অর্ঘ্য- সাইন্সল্যান্ড; মৃণাল হক

৪৩. রত্নদ্বীপ- প্রধানমন্ত্রীর/উপদেষ্টার কার্যালয়ের সামনে: মৃণাল হক

৪৪. প্রত্যাশা- ফুলবাড়িয়া, গুলিস্থান; মৃণাল হক

৪৫. অপরাজেয়- ঢাবির কলাভবন; সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ

৪৬. যুদ্ধভাসান- কুমিল্লা; এজাজ এ কবির

৪৭. মোদের গরব- বাংলা একাডেমী; অখিল পাল

৪৮. শান্তির পাখি- টি,এস,সি; হামিদুজ্জামান

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd